যায়যায়দিন

তারিখ ... 11 MAY 2011
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

এমপিওতে কোনো দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন হয়নি

নুরুল ইসলাম নাহিদের দাবি

এম মামুন হোসেন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, নিয়মনীতি অনুসরণ করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (বেতন বাবদ মাসিক সরকারি অংশ প্রদান) করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও করা প্রয়োজন, সেখানে আবেদন করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাত ভাগের ছয় ভাগ বাদ পড়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এটিই স্বাভাবিক। ১০ বছর পর এমপিওভুক্ত করা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। এতে করে প্রায় ১৩ হাজার লোক চাকরি পেল।

তিনি বলেন, দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দুর্নীতি : এমপিওতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই প্রথম একটি নীতিমালা তৈরি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমপিও-ভুক্তিতে কোনো দুর্নীতি হয়নি। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কোনো দুর্নীতি বা আর্থিক লেনদেন হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি, জেলা, উপজেলা তথা পুরো শিক্ষা পরিবারকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ ও স্বচ্ছ করতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনি সবসময় বলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে 'এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করব।' কথাটা প্রতীকী অর্থে বলেন, জনগণের অর্থ দুর্নীতি করে অপচয় করা যাবে না। এর আগে কোনো নীতিমালা ছাড়াই এমপিও নিয়ে হরিলুট হয়েছে। আগামী বাজেটে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিও করা হবে।

এমপিওভুক্তিতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য এবং এমপিও বৈষম্যের অভিযোগ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে এমপিও বিবেচনাকালে দেখা গেছে, রাজশাহী বিভাগে ১ হাজার ৪৪৫টি স্কুল এবং ৪২৩টি কলেজসহ ১ হাজার ৮৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত রয়েছে। খুলনা বিভাগে ৫৭৫ স্কুল এবং ১৩৬ কলেজসহ ৭১১, বরিশাল বিভাগে ৫৩৭ স্কুল ও ৪৬ কলেজসহ ৫৮৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি রয়েছে। রাজশাহী বিভাগের সব জেলায় স্কুল-কলেজ প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি আছে। রাজশাহীতে ৩৪৩, রংপুরে ১৪৭, পঞ্চগড়ে ১১৫, নীলফামারীতে ৫৯, নবাবগঞ্জে ৮৪, নাটোরে ১৩০, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৪৯, বগুড়ায় ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি আছে।

ঢাকা বিভাগে প্রাপ্যতার চেয়ে ৮১৭ স্কুল এবং ৯৮ কলেজসহ ৯১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম। সিলেট বিভাগে ১৮৯ স্কুল এবং ২২ কলেজসহ ২১১, চট্টগ্রামে ৪১১ স্কুল এবং ১৪ কলেজসহ ৪২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাপ্যতার চেয়ে কম আছে। আগে থেকে সৃষ্ট বৈষম্য ঘোচাতে কিছু জেলা বা এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে বেশি এমপিওভুক্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, এমপিওতে কোনো বৈষম্য করা হয়নি। নীতিমালা অনুসরণ করে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্যতার চেয়ে কম আছে, পিছিয়ে পড়া, চরাঞ্চল এলাকা, নারীশিক্ষা পশ্চাৎপদ, যোগ্যতা প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে এমপিও দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এতদিন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হতো না। বিশ্বমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে পারলে বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব হবে। বেকার সৃষ্টির সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এবার ৩১২টি কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আমাদের জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই। যাতে করে বিদেশে গেলেও আধুনিক যুগের যোগ্য ও দেশপ্রেম নিয়ে তারা বেড়ে ওঠে।

আসছে বাজেট সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা আমাদের দেশের জন্য সরকারের সবচেয়ে অগ্রাধিকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আসলে আগে প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে জানানো, সেই লক্ষ্য নিয়ে সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞান করে তারা কাজ করছেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দরিদ্র দেশ হিসেবে অগ্রাধিকারে আছে খাদ্য, কৃষি, বিদ্যুতের মতো বিষয়। শিক্ষায় যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় তা অপ্রতুল। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষায় মোট জিডিপির আট শতাংশ ও এশিয়ায় ছয় শতাংশ ব্যয় করা হয়। সেখানে এ দেশে ব্যয় হয় মাত্র দুই দশমিক ২৩ শতাংশ। এতে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, ৪০ বছর দেশে কোনো শিক্ষানীতি ছিল না। বর্তমানে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কিছু অতিরিক্ত করতে হবে। কিছু বিষয় বিলম্বে করা হবে। তাই আসছে বাজেটে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে বলে তিনি জানান। যেসব দাতা সংস্থা সহায্য-সহযোগিতা করে তাদের শিক্ষা খাতে আরো সহায়তার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ইনভেস্টমেন্ট, ভবিষ্যতের ইনভেস্টমেন্ট। তারপরও সীমিত এ বাজেট শিক্ষাখাতে ব্যয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতির মধ্য দিয়ে অপচয় হয়। এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করতে হবে। টাকা সাশ্রয় করতে হবে। কোনো ধরনের অপচয় চলবে না। দুর্নীতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক দিক থেকে চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের উচ্চশিক্ষায় মোট বরাদ্দের ৬০ থেকে ৯৫ ভাগ ব্যয় করা হয় শিক্ষক, কর্মকর্তার বেতন-ভাতা ও অবকাঠামোতে। গবেষণা ও ল্যাবরেটরির জন্য কোনো বরাদ্দ আর অবশিষ্ট থাকে। প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৯০০ কোটি টাকার উচ্চশিক্ষা গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দেশের সব শিশু স্কুলে আসে না। পঞ্চম শ্রেণী শেষে ৪৮ শতাংশ, মাধ্যমিকে আরো ৫২ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ে। শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ করতে হবে। ঝরে পড়ার পেছনে একটি কারণ হলো নতুন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বই কিনতে না পারা। তারা সরকার গঠনের পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছেন। প্রায় ১৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল। শতকরা এক শতাংশ ভুল হলেও প্রায় ১৯ লাখ বই ভুল হওয়ার কথা। তবে তারা ভালোভাবে বিনামূল্যে বই বিতরণ করতে পেরেছেন। এ বছর প্রায় ২৩ কোটি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপাতে হবে। সবাই বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য নতুন একটি প্রবলেম। তবে তিনি তাদের বলেন, এটি পজিটিভ প্রবলেম।